CALL FOR AN URGENT JUSTICE MECHANISM for Repatriated Migrant Workers

প্রত্যাবাসিত অভিবাসীর অধিকার রক্ষায় জরুরী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান

কোভিড-১৯ বিশ্ব মহামারী লক্ষ লক্ষঅভিবাসী শ্রমিককে গন্তব্য দেশগুলোতে মারাত্মক সংকটের মধ্যে ফেলেছে। এদের অনেকেরই চাকুরিচ্যুতি ঘটেছে অথবা কম বা বিনা মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারও ক্ষেত্রে কাজের সীমিত সুযোগ রয়েছে আবার একটা বড় অংশের ক্ষেত্রে কোন সুযোগই নেই। তারা দুর্বিষহ অবস্থায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং নানা দ্বিধা দ্বন্দ্বরে মধ্যে ভুগছেন। তারা নিজ দেশে ফিরে যাবেন কিনা এ নিয়ে চিন্তিত। কেউ কেউ নানা রকমের সেবা এবং সুবিধা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন শহরে অথবা সীমান্তবর্তী এলাকায় আটকা পড়েছেন,কেউ কেউ তথাকথিত কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মধ্যে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন।

এমন অবস্থায় গন্তব্য এবং উৎস রাষ্ট্রগুলো তাদের শ্রমিকদের প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ চিন্তাভাবনা না করে এবং প্রত্যাবর্তনকে অনিবার্য হিসাবে বিবেচনা করে তাদের ফেরত পাঠিয়েছে এবং পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষঅভিবাসী শ্রমিক খালি হাতে ফিরে এসে ঋণ দাসত্বে জড়িয়ে পরছে। এদের অনেককেই বিদেশে যাবার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণগ্রস্থ হতে হয়েছিল।

উপরোক্ত অবস্থায় এই ধরনের প্রত্যাবাসন অভিবাসীদেরকে বাড়তি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই নিয়োগকর্তারা গণ-প্রত্যাবাসন কর্মসূচির সুযোগ নিয়ে কর্মীদের ন্যায্য মজুরি সুবিধাদি এবং ক্ষতিপূরণ না দিয়েই ফেরত পাঠাচ্ছে। বিভিন্ন অভিবাসন করিডোরের সংশ্লিষ্ট উৎস এবং গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের মানবাধিকার এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত না করেই মালিক এবং কোম্পানিগুলো শ্রমিকদেরকে ফেরত পাঠানোর এই অনিয়মিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষশ্রমিক তাদের ন্যায্য মজুরী এবং অন্যান্য বিরোধ নিষ্পত্তির কিম্বা কোন রকমের বিচার প্রাপ্তির সুযোগ না পেয়ে নিজ দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতি অভিবাসী শ্রমিকদের শ্রম অধিকারকে চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করে কারণ সম্পাদিত কাজের জন্য যথাযথ মজুরী প্রাপ্তি তাদের নায্য অধিকার। অভিবাসীরা এই ধরনের মজুরী চুরির মাধ্যমে একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষডলার আয় থেকে বঞ্চিত হবেন,অন্যদিকে এই দায়বদ্ধহীনতা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও তাদের নিয়োগকর্তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ বয়ে আনবে।

শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরণের সমস্যার যথাযথ সমাধান না করেই তাড়াহুড়ো করে উৎস ও গন্তব্য দেশগুলো প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। লকডাউনের সময়কালে সংশ্লিষ্ট দেশের আদালত এবং অন্যান্য শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় এই লঙ্ঘনগুলোর নিষ্পত্তি না হয়ে তাদের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে যা হয়তো কখনো নিষ্পত্তি হবেনা অথবা তা আদৌ সম্ভব হলেও বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উপর বড় ধরণের চাপ সৃষ্টি করবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে *Migrant Forum in Asia (MFA), Lawyers Beyond Borders (LBB) Network, Cross Regional Centre for Migrants and Refugees (CCRM), South Asia Trade Union Council (SARTUC)* এবং *Solidarity Center (SC)* উৎস এবং গন্তব্যদেশগুলিকে জরুরীভাবে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচার ব্যবস্থা স্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছে যার উদ্দেশ্যগুলো হবে:

১.অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচার ব্যবস্থা কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে চাকরি হারিয়েছেন এমন প্রত্যাবাসিত কর্মীদের অভিযোগ, দাবি ও শ্রমবিরোধের সমাধান করবে। এই ব্যবস্থাকে হতে হবে দ্রুত, সহজবোধ্য, সাশ্রয়ী এবং কার্যকর।

২. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে সকল প্রত্যাবাসিত কর্মী তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য বিচারের আশ্রয় এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাবে।

৩. কোনরকম দেরি না করে মামলাগুলির যত দ্রুত সমাধান করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে শ্রমবিরোধ সংক্রান্ত মামলায় এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন অভিবাসীরা প্রত্যবাসনের পরেও তাদের মামলা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আইনী পরামর্শ পাওয়া, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রদানের সুবিধা এবং আদালত বা ট্রাইব্যুনাল/ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার সামনে সশরীরে উপস্থিত থাকা বা সাক্ষদান থেকে অব্যাহতির সুযোগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

৪. রাষ্ট্রসমূহকে নিশ্চিত করতে হবে যে নিয়োগকারী ব্যক্তি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বেতন-ভাতা, কর্মচারীর তালিকা, এবং কাজের ঘন্টা সংশ্লিষ্ট সমস্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করবে এবং শ্রমিকগণ যেন সেই রেকর্ড এর অনুলিপি পাবেন।

আমরা যদি পুরো অভিবাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাই তাহলে মজুরী চুরির এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। বলা বাহুল্য, এই মহামারির অনেক পূর্ব থেকেই কম কিম্বা বিনা মজুরীতে কাজ করিয়ে নেয়ার মাধ্যমে মালিকদের মজুরী চুরির ঘটনা প্রায় সকল মাইগ্রেশন করিডোরে বছরের পর বছর ধরে ঘটে আসছে।

কোভিড-১৯ বিশ্ব মহামারী সেই অন্যায়কে মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অনেক অভিবাসী কর্মীই ন্যায্য মজুরী না পাওয়া বা আদৌ মজুরী না পাওয়ার পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খায়িয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই অন্যায্য ব্যবস্থাকে তারা তাদের দুর্ভাগ্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন এবং চাকুরী হারানোর মাধ্যমে অনিয়মিত হয়ে পরার শঙ্কা থেকে কোন অভিযোগ কিম্বা প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

এই মজুরী চুরির কারণে অভিবাসী শ্রমিকরা প্রতি বছর বহু মিলিয়ন ডলার সম্ভাব্য রেমিটেন্স প্রেরণ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যখন উৎস রাষ্ট্রগুলো শ্রমিক পাঠানোর জন্য নতুন বাজার সন্ধানে ব্যস্ত তখন শ্রম গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো অভিবাসী শ্রমিকদের কম মজুরী দেয়াসহ অন্যান্য শোষণ করে সমৃদ্ধশালী হচ্ছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে রাষ্ট্রগুলো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই অভিবাসী শ্রমিকদের প্রত্যাবাসন এমন পরিস্থিতিতে ঘটাচ্ছে যার ফলে অভিবাসী শ্রমিকরা নানা ধরণের বঞ্চনা ও অন্যায়ের শিকার হচ্ছেন। তাদের নিয়োগকর্তা, কোম্পানি এবং নির্দয় আচরণকারীরা কোনভাবেই দায়বদ্ধ থাকছে না। একইসাথে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি এবং অন্যান্য প্রাপ্তির নথিপত্রকে যতেœর সাথে সংরক্ষণ না করার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে।

এই ধরণের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় যেসব অভিবাসী প্রত্যাবাসিত হয়েছেন বা হবেন তাদের সকলের পরিবারকেই এর নেতিবাচিক ফল ভোগ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের একজন অভিবাসী সদস্যই হচ্ছেন সমগ্র পরিবারের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের মূল স্তম্ভ। সুতরাং, অভিবাসন প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্তির যে স্বপ্ন, অভিবাসীর তার পরিবারকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করার যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা–এই পথ থেকে বিচ্যুত করতে কোভিড–১৯ বিশ্ব মহামারীকে সুযোগ দেয়া যাবেনা।

মজুরী চুরির এই সমস্যাকে যদি আমরা সমাধান করতে না পারি, তাহলে অভিবাসনের সাথে উন্নয়নের যে সম্পর্ক রয়েছে তা চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। অভিবাসী কর্মীদের এই অভিজ্ঞতাগুলো তাদের প্রতি চরম অন্যায়ের নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

অনুবাদে:

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)

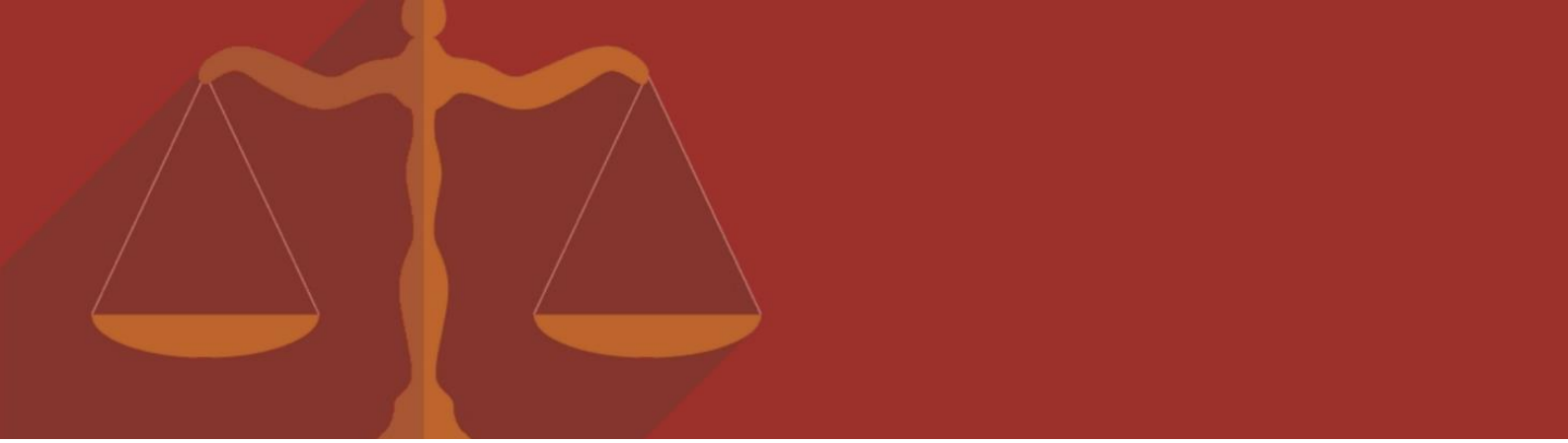

ENDORSED BY:

All Nepal Peasants' Federation (ANPF)
ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)
Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD)
Building and Wood Workers International (BWI) Asia Pacific
Business & Human Rights Resource Centre
Civil Society Action Committee (AC)
Civil Society Women Organization (CSWO)
Campaign for Good Governance-SUPRO
DIGNIDAD Coalition
Environics Trust
Equidem
Equidem Nepal
Fishworkers Forum
Focus on the Global South
Freedom from Debt Coalition
Growthwatch India
HIMALAYA Nithi Abhiyan
Human Rights Watch
Indian Social Action Forum
International Trade Union Confederation (ITUC)
Migrant-Rights.Org
Mines Minerals and People
National Network for Safe Migration (NNSM)
Pacific Islands Association of Non-Government Organisations (PIANGO)
Pakistan Kissan Rabita Committee (PKRC)
Public Services International (PSI)
Sanlakas Philippines
UNI Asia and Pacific (UNI APRO)
Woman Health Philippines